16 JUN 2008

উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান ও ছাত্র রাজনীতি

ড. মুহাম্মদ আবদুল জলিল

একটি জাতি কতোটুকু সভ্য ও উন্নত তা নির্ণয় করা হয় সে জাতির শিক্ষার হার ও মানের ওপর ভিত্তি করে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশে এসএসসি পাস শিক্ষিত মানুষের হার শতকরা পাচজন ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের হার প্রতি হাজারে পাচজন। এ পরিসংখ্যান সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। তার ওপর বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিম্নমানের।

শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে না পারলে আমাদের শিক্ষার সনদপত্র বিদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে আমাদের শিক্ষিত জনগণ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারবে না বা বিদেশে ভালো পজিশনে চাকরি পাবে না। তাছাড়া আমাদের শিক্ষার মান উন্নত না হলে শিক্ষিত সমাজ দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হবে।

উন্নত দেশগুলো শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্ব প্রথম শিক্ষার সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কখনো শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয় না। সে কারণে ওইসব দেশে সন্ত্রাসী রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেসব দেশে কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে উত্তেজনাকর মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং উত্তেজনাকর বক্তব্য রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো ছাত্র এসব অপরাধে জড়িত হলে তাকে তার কলেজ বা ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং আইন ভঙ্গের অপরাধে সে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উন্নতমানের শিক্ষা পেতে পারে।

বাংলাদেশের কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নেই। বিগত ছত্রিশ বছরের পরিসংখ্যান দেখলে জানা যাবে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন দলীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সারা দেশে হাতা-হাতি ও মারামারি হয়েছে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার বার, আহত হয়েছে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী, জখম হয়েছে ১০ হাজার ও নিহত হয়েছে এক হাজার ছাত্রছাত্রী। ছাত্র রাজনীতির কারণে কিছু দলীয় কর্মী ছিনতাই, চাদাবাজি, ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটাচ্ছে। তারা এ সময়ে উত্তেজনাকর মিছিল ও মিটিং করেছে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার বার, ক্লাস বর্জন ও ধর্মঘট পালন করেছে ১০-১৫ হাজার বার। এ পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে আমাদের হতাশ করবে। আমরা অকপটে বলবো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ বিশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসী পরিবেশ কোনোভাবেই আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষাদান সম্ভব নয়। সুতরাং বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে তা দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা। এজন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে। এ আইনটি হতে পারে 'ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ আইন' 'Students and Teachers Politics Prohibition Act'.

'ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ আইন' প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তেজনাকর মিছিল-মিটিং, সমাবেশ, হরতাল, অবরোধ ও ক্লাস বর্জন বন্ধ করতে হবে। ছাত্র ও শিক্ষকরা চাইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রাজনীতি করতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে রাজনীতি করতে পারবে না। কোনো ছাত্র বা শিক্ষক আইন ভঙ্গ করলে ওই আইনের আওতায় কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। তাছাড়া শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঝে মধ্যে সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। এসব সেমিনারে বক্তারা 'শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টে দুষ্ট ছাত্র রাজনীতির কুফল' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

অনেকে খোড়া যুক্তি দেখান যে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং ছাত্র রাজনীতি চালু রাখতে হবে যাতে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে ছাত্র সমাজকে আবার দেশ রক্ষার সংগ্রামে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের যুক্তি যারা উপস্থাপন করেন তারা ভেবে দেখেননি ছাত্র রাজনীতিতে দেশের শিক্ষার পরিবেশ ও মান বিনষ্টে কতো বেশি নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া তাদের যুক্তির একটি উত্তর আমার কাছে আছে তা হলো, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো অবস্থা যদি কোনোদিন আবার দেশে সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই সময় ছাত্রদের ট্রেইনিং দিয়ে দেশ রক্ষার কাজে লাগাবো। এজন্য ছাত্রদের নিয়মিত রাজনীতি চর্চা করার দরকার নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলেও 'ছাত্র সংসদ' থাকবে। এ ছাত্র সংসদ হবে অরাজনৈতিক। তারা ছাত্রনেতা হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের কি সমস্যা আছে তা খুজে বের করবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সমস্যার সমাধান করবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদ বল প্রয়োগ বা সন্ত্রাসী কার্যের পন্থা গ্রহণ করতে পারবে না। এ অরাজনৈতিক ছাত্র সংসদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আশা করা যায় 'ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ আইন' পাস করে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং এ দেশে আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষাদান সম্ভব হবে।

চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ
উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা